১১৫১৬

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/৩৩৩১৯১১১১২১১/৬২০২৭/ নথি নং- মুন্সিগঞ্জ-১৭ তারিখ: ১৬.০২.২০১৯ খ্রি:

বিষয়: অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাধীন বাসুদিয়া নেছারিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও সভাপতি বিরুদ্ধে গভার্ণিং বডির অভিভাবক সদস্য জনাব মো: ইকবাল হোসেন, জনাব মো: মুরাদ হোসেন, জনাব মো: আ: রহিম অত্র বোর্ডে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও সভাপতির দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, দাতা সদস্যদের দেওয়া অর্থ আত্মসাৎ, মনগড়া ভাবে মাদ্রাসা পরিচালনা, নারী নিয়ে নানা অপকর্ম সহ মাদ্রাসাটি পুঁজি করে নানা প্রকার ব্যবসা, নিজনামে ব্যাংক লেনদেন, মাদ্রাসাকে হজ্ব এজেন্সির অফিস বানানো সহ নানা অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করেছেন।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগসমূহের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০৩ (তিন) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

12.02.19

প্রফেসর মো: মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
১২.০২.১৯ ফোন: ৯৬১২৮৫৮

প্রাপক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/৩৩৩১৯১১১১২১১/ / নথি নং- মুন্সিগঞ্জ-১৭ তারিখ: .০২.২০১৯ খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:
১. জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, মুন্সিগঞ্জ।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
৪. সভাপতি/অধ্যক্ষ, নেছারিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
৫. মো: ইকবাল হোসেন, মো: মুরাদ হোসেন, মো: আ: রহিম, অভিভাবক সদস্য, নেছারিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
৬. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. অফিস কপি।

মো: মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪

\\192.168.101.190\Shujon2\Abu Hanif\মুন্সিগঞ্জ লৌহজং.Docx

বরাবর,

চেয়ারম্যান,
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা।

বিষয় ঃ- বাসুদিয়া নেছারিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার দূর্নীতিবাজ বর্তমান সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে সভাপতি পদ থেকে অপসারণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বোর্ডের অধিনস্থ বাসুদিয়া নেছারিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অভিভাবক সদস্য (১) মোঃ ইকবাল হোসেন, (২) মোঃ মুরাদ হোসেন মানিক, (৩) মোঃ আঃ রহিম। আপনাকে অবহিত করছি যে, উক্ত মাদ্রাসার বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা মোতাহার হোসেন ও সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ গংদের দূর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, নারী নিয়ে নানা অপকর্মে আমরা বর্তমানে জর্জরিত। উক্ত অধ্যক্ষ এবং সভাপতির বিভিন্ন অপকর্মের কিছু প্রমাণাদি অত্র দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হইল এবং অত্র দরখাস্তে লিখিত ভাবে বর্ণনা করা হইলো। বর্তমান সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও অধ্যক্ষ মাওলানা মোতাহার হোসেন সংঘবদ্ধ হয়ে তৈরী করেছেন একটি বিশাল দূর্নীতির নেটওয়ার্ক। সভাপতি এবং অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পর পর তারা দু'জন মিলে মাদ্রাসাটিকে পুঁজি করে নানা প্রকার ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। নিজেদের মনগড়া ভাবে মাদ্রাসা পরিচালনা করা শুরু করেন। অত্র এলাকার প্রধান ব্যবসায়ী ও অত্র মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি আব্দুস সাত্তার ঢালী মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা দান করেন। এছাড়াও স্থানীয় আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, আব্দুল কাদের মোল্লা, মোঃ মোরশেদ আলম এর মতো আরো বহু মানুষ অত্র মাদ্রাসার জন্য অর্থ দান করেন। কিন্তু বর্তমানে দাতা সদস্যদের দানের এ অর্থের কোন প্রকার হদিস নাই এবং কোন হিসাব বিবরণী নাই। তাদের স্বজন প্রীতির কারণে মাদ্রাসার কিছু শিক্ষক মাদ্রাসার নিয়ম-কানুন না মেনে বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকুরী করেন। যা নিয়ম বর্হিভূত। মাদ্রাসাকে হজ্ব এজেন্ট অফিস বানিয়ে হজ্ব মৌসুমে হজ্ব ব্যবসা করেন এবং শিক্ষকদের শিক্ষকতার পাশা-পাশি হজ্ব এজেন্টের কাজও করান। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মাদ্রাসার

চলমান পাতা/২

এতিমদের অর্থ লোপাট করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তার পরিবারের স্ত্রী-সন্তানদের ভরন-পোষণ না দিয়ে বরং তাদের উপর চালিয়েছেন। মানষিক ও শারিরীক নির্যাতন। স্ত্রী ও সন্তানদের মানষিক ও শারিরীক নির্যাতনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে অত্র দরখাস্তের সহিত জনাব আবুল কালাম আজাদ তার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের বিরুদ্ধে যে মামলা পরিচালনা করছেন। তাহার ফটোকপি অত্র দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হইল। উক্ত মাদ্রাসার নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট থাকলে ও সভাপতি তার নিজ স্বার্থে অন্য একাউন্টে অর্থ লেন-দেন করতেন। তিনি নিজেকে এতোটাই প্রভাবশালী মনে করেন যার ফলে অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠা লংগ্নের সভাপতি তার পিতার সমতূল্য মাওলানা মোঃ শরিফুল্লাহ সাহেবকে উপেক্ষা করে নিজের মতো করে মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন। এছাড়াও তার বিভিন্ন অপকর্মের মধ্যে নারী ঘটিত বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে মাওয়া ফেরী ঘাট সংলগ্ন নারী কেলেংকারী একটি বিষয় মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ধামাচাপা দেন। কিছু দিন পূর্বে জাতীয় দৈনিক সহ নানাহ সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকায় জনাব আবুল কালাম আজাদ এর বিভিন্ন দূর্নীতি ও অপকর্মের সংবাদ প্রকাশ করে। যাহা অত্র দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হলো।

অতত্রব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা যে, উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ যাচাই পূর্বক জনাব আবুল কালাম আজাদকে অত্র মাদ্রাসার সভাপতি পদ থেকে অপসারণ করে আইনের আওতায় এনে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক,

অত্র মাদ্রাসার পক্ষে-

(১) মোঃ ইকবাল হোসেন,

(২) মোঃ মুরাদ হোসেন মানিক,

(৩) মোঃ আঃ রহিম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ ইকবাল হোসেন

Name: Md Ikbal Hossain

পিতা: মোখলেছ খাঁন

মাতা: রহিমা বেগম

Date of Birth: 29 Apr 1981

ID NO: 5914463621987

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: বাসা/হোল্ডিং: শেখ বাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: বাসুদিয়া, বাসুদিয়া, ডাকঘর: খিদির পাড়ি - ১৫৩০, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

প্রদানের তারিখ: ১৩/০৭/২০০৮